জোছনার জলে প্রতিবিম্ব

বাউল সাজু

তাম্রলিপি

জোছনার জলে প্রতিবিম্ব
বাউল সাজু

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৫৫

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
সাদিতউজজামান

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
সোমা প্রিন্টিং প্রেস
৩১ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৪০.০০

Jochar Jole Protibimbo
By : Baul Saju

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 340.00 $11

ISBN : 978-984-98430-4-7

উৎসর্গ

মমতাময়ীর ছায়া,
প্রেমময়ীর কায়া, সহযোদ্ধার মায়া
মিশেল রয়েছে যে ভালোবাসায়,
সে জীবনসঙ্গী রুমীকে।

লেখকের বক্তব্য

জীবনের চোরাগলিতে বিচরণ করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে লেখকের। জটিল আর কুটিল চরিত্রগুলো সুফি দরবেশের মুখোশ পরে নিরন্তর বিচরণ করছে। তাদের নূরানী বেশে মোহিত হয়ে কাদামাটির সহজ-সরল মূর্তিগুলো বিকট আকারের রাক্ষসে পরিণত হয়। সেই কুটিল চরিত্রগুলো থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের চরিত্র উন্মোচন করার ব্রত নিয়ে লেখক কলম হাতে তুলে নিয়েছে। লেখকের জীবনধর্মী লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের একজন মানুষ যদি সেই নোংরা কীটদের ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলে, তাহলেই লেখকের চেষ্টা সফল হবে। লেখকের প্রতিটি গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে জীবন ও জীবিকা নিয়ে সমাজে যে অসংগতি বিরাজ করছে, তারই কিছু বাস্তব চিত্র। 'উত্তরসূরির উত্তাপ' লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। 'কাকেদের গান' উপন্যাসটি একটি সিরিজের শুরু। প্রজন্মের পর প্রজন্মের পথচলা, সংগ্রামের ইতিহাস ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের সহজ-সরল আমজাত আলী নিজেকে সঁপে দেয় ভাগ্যের কাছে। তার সন্তান মাহফুজ চলার পথকে মসৃণ করতে যুদ্ধে নামে। মাহফুজের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানোর কতটুকু হিম্মত অটুট রইল রিয়াদের মাঝে? লম্বা কাহিনি আপনাদের ভিন্ন এক জগতে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। জীবনবোধ, ভালোবাসা আর টানাপড়েনের গল্প এ সিরিজ। সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'জোছনার জলে প্রতিবিম্ব'।

জোছনার জলে প্রতিবিম্ব

১৪ জুলাই ১৯৪৬ পথিক প্রিয়জন

তেপান্তরের ওপর বিশাল বটগাছ। ছায়া বিলিয়ে যাচ্ছে অকাতরে। অস্থায়ী কয়েকটি দোকান হাট বাজারের আকার দেবার চেষ্টা করেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই খা খা শূন্যতা। পাশেই স্রোতস্বিনী আঁকাবাঁকা নদী আপন খেয়ালে বয়ে চলছে। চলার পথে মাঠ, জনপদ ভেঙেচুরে পথ করে নিয়েছে গতি বজায় রাখার প্রয়োজনে। নদীর বুকে পাল তোলা নৌকার পাশাপাশি ভেঁপু বাজিয়ে লঞ্চ, স্টিমার ছুটে চলে দুরন্ত গতিতে। জনপদের উৎপত্তি এভাবেই শুরু হয়। বটমূল নিজেদের সাথে কাটাকুটি খেলতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। সে জড়ানো বটমূলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে একটি লোক। বটমূলের অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে থাকার মাঝে লোকটিকে আলাদা করা দুষ্কর। ছড়াকারের চোখে পড়লেই ছড়া কেটে ফেলত নিশ্চিত।

বটের মূলে গাছের তলে
শুয়ে আছে কিসের ছলে,
ছায়ার মায়ায় কৃশ কায়ায়
শীতল হাওয়ায় স্রষ্টা দাওয়ায়।
নয়ন ভরে মায়া জুড়ে
চুপটি করে খানিক দূরে
দেয় পাহারা জলের ধারা
সৃষ্টি ছাড়া পাগল পারা।

কৃশ শরীরের একটি লোক গালে হাত দিয়ে চুপটি করে বসে আছে নিদ্রারত লোকটির পাশে। কস্মিনকালেও তাদের পরিচয় ছিল না। কৌতূহলবশত লোকটি কিছুক্ষণ পরপর ঘুমন্ত লোকটির মুখের খুব কাছে নিজের মুখটি নিয়ে গিয়ে যাচাই করছে। জানার অদম্য ইচ্ছে আর বুদ্ধির কিঞ্চিৎ স্বল্পতা লোকটিকে তাড়িত করছে।

লোকটি ঘুমন্ত নাকি মৃত? যদিও প্রথমবারেই সে বুঝতে পেরেছে। ঘুমন্ত লোকটির মুখের ভাবে বারবার পরিবর্তন আসছে। নিশ্চিত লোকটি কোনো স্বপ্নে বিভোর। ঘুমের মাঝেই লোকটি পাড়ি দিচ্ছে অথৈ সাগর কিংবা ধু-ধু মরুভূমি। কোনো সুখস্বপ্ন নয়, এটা বুঝতে পারছে। গভীর ঘুমে ডুবে থেকেও তার চেহারায় কষ্টের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে। কেউ কাউকে চেনে না, তবু যেন যুগ-যুগান্তরের চেনা। হাতের ফাঁক গলে সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটি কাজ ফেলে রেখে এসেছে। সেটিও ভুলে বসে আছে। মায়া বড় আজব জিনিস। কখন যে কোথায় বাঁধা পড়ে যাবে, তা বোঝার সাধ্য কারো নেই। সে বাঁধন ছিঁড়ে আর বেরিয়ে পড়া হয় না। সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য দেখার বড় বাধা হলো মায়া। আবার সে মায়াই অচেনাকে চির আপন করে তোলে। একজন দিনমজুরের মায়া উপচে পড়ছে অপরিচিত এক ঘুমন্ত মানুষের ওপর। দুরন্ত মেঘের মতোই কষ্টের মেঘ সহজাত অবস্থার দাপটে টিকতে পারছে না। রোদে পোড়া তামাটে বর্ণের লোকটির ঘুমন্ত মুখে বেহেস্তি প্রশান্তির ছোঁয়া লেগে আছে। ঘুমন্ত মানুষের মুখ বরাবরই মায়াময়। জটিল কুটিল লোকগুলোকেও ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলে মায়ার উদ্রেক ঘটে। ঘুমন্ত লোকটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় চোখ খুলে তাকায়।

হুট করে নাকের কাছে এমন চর্মসর্বস্ব চেহারার একজনকে দেখলে যে কেউ ভয় পেতে পারে। তার ওপর ঘুম থেকে জাগার পর, তাহলে তো মুনী ঋষিরাও চমকে উঠবে। চোখ খুলেই ঝাপসা দৃষ্টিতে একটি মুখ দেখে ভয়ে ভেতরটা কেঁপে ওঠে মাহফুজের। চোখের খুব সামনে একটা মুখ ভেসে আছে। লোকটির চোখ দুটো কোটরে ঢুকে আছে। থুতনিতে কয়েক গাছি দাড়ি। চেষ্টা করলে হয়তো গোনা যাবে। গাল দুটো বায়ুশূন্য আটকানো বোতলের ন্যায় তোবড়ানো। সব মিলিয়ে অজ্ঞতায় কুসংস্কারের আছড় হতেই পারে। অজান্তেই মাহফুজের গলা চিরে বেরিয়ে আসে, 'ও, মাইয় গো'। চট করে উঠে বসার চেষ্টা করে। সেখানেই বাধে বিপত্তি। কপালে কপালে লাগে ঢুস করে। মাহফুজ শুয়ে পড়ে আর লোকটি একটু পিছিয়ে যায়। ঘোর লাগা চোখে মাহফুজ অদ্ভুত দর্শন লোকটিকে দেখছে। একটি হাত কপালে। ব্যথাটা মন্দ লাগেনি। তার দৃষ্টিতে প্রাণ ফিরে পায়নি।

লোকটির একটি হাত কপালে ব্যথাপ্রাপ্ত স্থানটি ডলছে। মাহফুজের নিষ্প্রাণ দৃষ্টি অনুভব করে ব্যথা ভুলে লোকটি প্রশ্ন করে,

—ও, ছোড ভাই, কী অইছে তোমার?

প্রশ্নে উদ্বেগ, ব্যাকুলতার পাশাপাশি তুষারের ন্যায় দরদ ঝরছে। অপরিচিত কণ্ঠে এতটা দরদ, এ যেন এক বিস্ময়! মাহফুজের কানে বাপের স্নেহমাখা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি বাজে। আহ, কি মায়ামাখা কণ্ঠ! দরদমাখা কণ্ঠের কারণে বদখত চেহারাটা মনে ধরে মাহফুজের। চোখের দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে প্রাণের সঞ্চার হতে থাকে। লোকটির চোখের গভীরতা সীমাহীন। অচেনা মাহফুজের জন্য তার দরদ চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। প্রথম দর্শনে এমন মায়া বিতরণ করা মানুষ জীবনে একজনই দেখেছিল মাহফুজ, যার আকস্মিক অন্তর্ধানে তার জীবনটা হালহীন তরীতে পরিণত হলো। অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের গভীর থেকে। বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটির মায়াভরা চোখ দুটোর দিকে। দরদভরা দৃষ্টির আদরে প্রশ্ন কর্পূরের মতো উবে যায়।

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে লোকটি প্রশ্ন করার কারণ ব্যাখ্যা করে,

—আমি খেতে কাম করতাছিলাম। সকাল বেলা কিছু খাই নাই। বহুত পিয়াস লাগল। হের লাইগা নদী থেইক্কা তৃষ্ণা কমাইতে আইছি। যাওনের সোময় তোমারে দেইখ্খা অবাক অইলাম। ভর দুফুর আর রাইতের বেলা এদিগে কেউ আইয়ে না। এই গাছে নাহি ভূত আর পেত্নি থাহে। অনকেই তাগো কান্দনের আওয়াজ হুনছে। প্রথ্থমে ইট্টু ডর লাগছিল।

জড়তাহীন গতিতে একটানা এতগুলো কথা বলে থামে লোকটি। হয়তো মনে পড়েছে, এখনো নামধাম জানা হয়নি কারো। মাহফুজের সাথে পরিচয় হয়নি। একটু লজ্জা মিশ্রিত স্বরে বলে,

—ছোড ভাই, আমি ইট্টু বেশি কতা কই। কিছু মুনে কইরো না। আমার নাম হাফিজ। হগ্গলে আমারে হাফিজ্জা কইয়া ডাহে। অহন তোমার বিষয়ডা কী? ইট্টু কইবা আমারে? অবইশ্য না কইলেও সমইস্যা নাই।

মাহফুজের মনে শীতলতার পরশ বুলিয়ে দেয় লোকটির সহজ-সরল কথা বলার ভঙ্গি। মাহফুজ মনে মনে বলে, 'আপনে তো ইট্টু না, ভালোই বেশি কতা কইতে পারেন।' ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠার চেষ্টা করেই মিলিয়ে যায়। পরক্ষণে মনে হয়, অতিরিক্ত কথা বলা লোকগুলোর মন বেজায় নরম হয়। নারিকেলের মতোই ভেতরে লুক্কায়িত থাকে শীতলতার পরশ।

হাফিজ নামের লোকটির লম্বা ব্যাখ্যায় মাহফুজ অভিভূত। তার পক্ষ থেকে কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়া দায়িত্ব হয়ে ওঠে।

—আমি এদিগ দিয়া যাইতে ছিলাম। এইহানে বইয়া ইট্টু জিরাইয়া নিতে মন চাইছিল, কোন সোময় ঘুমাইয়া পড়ছি, বুঝতেই পারি নাই।

এটুকু বলেই থেমে পড়ে মাহফুজ। এর চেয়ে বেশি কথা বলার অভ্যাস তার নেই। তার জীবনের ওপর দিয়ে আচমকা দুরন্ত গতির ঝড় বয়ে যাবার পর কথা বলার শক্তি হারিয়েছে। প্রয়োজনীয় কথাটা বলার শক্তিটাও প্রিয়জনরা কেড়ে নিয়েছে। তবু হাফিজের প্রাণোচ্ছল ব্যবহারে মাহফুজ মুখ খোলে। নিজের নামটা জানায় তাকে।

—আমার নাম মাহফুজ।

মাহফুজের মুখের উত্তর পেয়ে হাফিজের মুখে খই ফুটতে শুরু করে।

—তোমার বাড়ি কই ছোড ভাই? কইত্তে আইছ? যাইবা কই?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন মাহফুজের দিকে ছুটে আসতে থাকে, ঢিল ছোড়া মৌচাক থেকে যেভাবে মৌমাছিরা ছোটে।

একসাথে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর মাহফুজ কখনোই দিতে পারেনি। যেসব মানুষের চোখ ঠোঁটের আগে হাসতে পারে, তাদের মনে কুটিলতা ডালপালা মেলতে পারে না। হাফিজের চোখ দুটো খলবল করে খলসে মাছের মতোই হাসছে। তার প্রতিটি প্রশ্নের সাথে মিশে আছে নিছক কৌতূহল। আপাতত হাফিজের কৌতূহল মাহফুজের পক্ষে নিবৃত করা সম্ভব নয়। তবু হাসিমুখে তাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে প্রশ্ন ছুড়ে,

—আমনের এত্তগুলান প্রশ্নের উত্তর কেমনে দেই?

মাহফুজের উল্টো প্রশ্ন তার উৎসাহে ভাটার টান লাগে না, বরং কিঞ্চিৎ জোয়ারের আভাস পাওয়া যায়। কাঁধের গামছা দিয়ে মাহফুজের পাশে গাছের শিকড় মোছার চেষ্টা করে। গামছার বাড়িতে ধুলো সরিয়ে দেবার পাশাপাশি ঠোঁট দুটো সরু করে ফুঁ দেয়, যেন তার এক ফুঁ সকল ধুলো ময়লা উড়িয়ে নেবে। এ জাতীয় লোকগুলো মনের ধুলো ময়লাকেও এমনি ফুঁ দিয়ে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম।

মাহফুজের পাশে বসে অতি আপনজনের মতোই বলে ওঠে,

—ছোড ভাই, আমি কতা না কইয়া থাকতে পারি না, তুমি কিছু মুনে কইরো না।

এক মুহূর্ত থেমে আবার শুরু করে,

তোমার মুন চাইলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবা, মুন না চাইলে দিবা না। আমি আবার কিছু মুনে করি না।

বলে হো হো হাসিতে নিস্তব্ধ পরিবেশে প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। প্রাণখোলা হাসি, যেন জীবনের সেরা জোকটা মাহফুজকে শুনিয়েছে। ধু-ধু মরুভূমির

মাঝে লোকটিকে একখণ্ড ছায়া মনে হয় মাহফুজের। কারণহীন কারণে হাফিজকে ভালো লাগার মাত্রা বাড়তেই থাকে। অপলকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হাফিজের জীবনে তার মতো কষ্টের ছোঁয়া নেই। কষ্ট নদীর শাখা হাফিজের মনের জমিনে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রবেশ করলেও কষ্ট নদীটাকে মরুভূমির মতোই লুকিয়ে রাখতে পেরেছে গভীর থেকে গভীরে। আচমকা হাফিজ নামের সদ্যপরিচিত লোকটিকে হিংসা হতে থাকে। দিব্যি জাগতিক কাজের সাথে মিশে দিনাতিপাত করছে। মাহফুজের মন হারিয়ে যেতে চায়। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হতে শুরু করেছে। কানে ভেসে আসে হাফিজের কণ্ঠ। ভাবালুতা থেকে বেরিয়ে আসে সে।

—ছোড ভাই, কী অইল আবার?

জোর করে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তোলে মাহফুজ। সে হাসি বানরের ভেংচির পর্যায়ে চলে যায়।

—না, কিছু অয় নাই।

বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসটা আটকে ফেলে মাহফুজ। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। হাফিজকে পরের প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে ব্যস্ত করে তোলে,

—আপনে এদিগে কী কাম করেন?

হাফিজ যেন প্রশ্নটি শোনার অপেক্ষায় ছিল।

—আরে ছোড ভাই, আমি অইলাম কামলা। কামলা বুঝ ত ছোড ভাই? মাইষের ক্ষেতে, বাইত্তে কাম কইরা পেট চালাই।

পাঠশালার পণ্ডিত মশায় মনোযোগী ছাত্র পেয়েছে। কামলা সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণই উদ্দেশ্য যেন। আচমকা লম্বা একটা জিহ্বা বের হয়ে আসে। লালচে দাঁত দিয়ে জিহ্বাটা কামড়ে ধরে। পান খাবার কিঞ্চিৎ অভ্যাস আছে তার।

—হায় হায়, তোমার লগে গফ করতে গিয়া কত সোময় পার অইয়া গেল। লও, তোমারে দেহাই,

বলেই এক মুহূর্ত সময় নেয়। ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেরে ফেলে পেছন দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

—অইহানে একটা ক্ষেতে নিড়ানি দিতাছিলাম।

এক মুহূর্ত বিরতি নেয়। স্বার্থপরতার ছিটেফোঁটা নেই তার মাঝে, বরং যথেষ্ট আত্মসম্মান রয়েছে। এই প্রথম লোকটিকে মাহফুজের বেশ পরিণত মনে হয়। কিছু একটা বলতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগছে। প্রশ্ন কিংবা মন্তব্য, যেটা

করা শোভন হবে কিনা তা তাকে দ্বিধান্বিত করেছে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব পেরিয়ে সরলতা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

—ছোড ভাই, তোমারে একডা প্রশ্ন করলে কিছু মুনে করবা না তো?

মাহফুজের মনের জমিনের কালো মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল হাসি উঁকি দিতে চায়। সূর্যের উজ্জ্বলতা তার চোখে-মুখে প্রভাব ফেলে।

বদখত লোকটির কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। লোকটি তার মনের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে সক্ষম হয়েছে। সে হাসতে পারছে। উপলব্ধি করে গভীরভাবে। জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচা যাবে না। মাঠে নেমে যুদ্ধ করতে হবে। বয়সের বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও হাফিজকে বন্ধু হিসেবে কাছে টেনে নেবার লোভ জাগে। লোভই তার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে। সচ্ছলতার লোভে হাবুডুবু খেতে গিয়ে সব হারিয়েছে। না, সে লোভের ফাঁদে পা দেয়া যাবে না। মানুষের ইচ্ছেটা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় না সব সময়। অলক্ষ্যে বিধাতা কলকাঠি নাড়ে। যা কখনোই করেনি, তাই করে বসে। লুকোচুরি ছাপিয়ে সরল স্বীকারোক্তি বেরিয়ে আসে মাহফুজের ভেতর থেকে,

—ভাই, আপনেরে আমার ভালো লাগছে। আমনে যেই কোনো প্রশ্ন করতে পারেন।

হাফিজের চোখে-মুখে হাসির ফোয়ারা বয়ে যায়। আচমকা সূর্যের ওপর থেকে মেঘের ছায়া সরে গেলে যেভাবে আলোকিত হয়, ঠিক সেভাবে ঝলমলিয়ে ওঠে হাফিজের মুখমণ্ডল।

—ছোড ভাই, তোমারেও আমার ভালো লাগছে।

একটু থেমে মনের ভেতর ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নটি করেই ফেলে,
তুমি কি কোনো জায়গায় যাইতাছিলা?

প্রশ্নটি মাহফুজকে ভাবনার জগতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। তার কি কোনো গন্তব্য নেই? সত্যি স্বীকার করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা তার রয়েছে।

—না ভাই, যাইতাছি যেদিগে দু চোখ যায়। কোনো ঠিকানা জানা নাই।

মাহফুজের উত্তরটি হাফিজকে স্পর্শ করে গভীরভাবে। জীবনের কানাগলি এড়িয়ে চলা হাফিজ মাহফুজকে অনুভব করে হৃদয় দিয়ে। দুঃখবোধ তাকে ছুঁয়ে দেয়। প্রশ্ন করতে মুখিয়ে থাকা হাফিজ সেই প্রশ্নটি করতে ভুলে যায়। মায়াময় আঁখি দুটিতে তীব্র কষ্টের অনুভূতি ফুটে ওঠে। কষ্টের ছাপ সরে যেতে থাকে, সেখানে সহমর্মিতা আর সহানুভূতির চাদরে মোড়ানো ভালোবাসার অস্তিত্ব ভেসে ওঠে। মাহফুজের কষ্ট মুছিয়ে দেবার প্রত্যয় খেলা করে হাফিজের দৃষ্টিতে।

মাহফুজ বাপ আর বড় ভাই ভিন্ন কারো চোখে এ দৃষ্টি দেখেনি। এ এক অপার্থিব আলো, এ আলোর সন্ধান সবাই পায় না, যারা পায়, তারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে সকলের তরে। মুখচোরা মাহফুজ মুখ ফুটে বলতে পারে না। মায়াময় পৃথিবীর তাবৎ মায়া হাফিজের চোখে ধরা দেয়। মায়ার স্নিগ্ধতা ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকে সে মাহফুজের দিকে। মাহফুজের সরল স্বীকারোক্তি হাফিজের মনের দ্বিধার পাহাড়কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। আচমকা মাহফুজের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নটিই বেরিয়ে আসে হাফিজের মুখ থেকে,

—ছোড ভাই, তুমি কি আমগ লগে কাম করবা?

প্রশ্নটি করেই মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করে। মাহফুজ আদৌ কাজ করবে কিনা, তাই জানে না। তাছাড়া মাহফুজের চেহারায় কেমন যেন একটা আভিজাত্য রয়েছে। সে কি রাগ করে ফেলল? দ্রুত সংশোধনের চেষ্টা করে।

—ছোড ভাই, কিছু মুনে কইর না, আমি ইমনই। ভাবনাচিন্তা কইরা কতা কইতে পারি না।

হাফিজের এটুকু ব্যাখ্যাতে হৃদয়ের অনেক কথা বেরিয়ে এসেছে। একজন মানবপ্রেমী মানুষের চরিত্র ফুটে ওঠে। তার অতীত সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে মাহফুজ। কোথায় যেন সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য ফুটে ওঠে। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটিকে ভালো লাগতে শুরু করা পূর্ণতা পেতে থাকে।

মানুষের মন আজব এক জমিন। রুক্ষ প্রান্তরেও সবুজ বৃক্ষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে অবলীলায়। নিঃসঙ্গ বৃক্ষের একাকিত্ব ঘোচাতে সবুজের সমারোহ ঘটে। রুক্ষ জমিনের রুক্ষতা থেকে রেহাই দিতেই বৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়। মন নিজের মতো করে প্রয়োজনের তাগিদে জগৎ তৈরি করে। সে জগতের সোপান তৈরি করে বাতাসে ভর করে ভেসে আসা কিংবা পরাশ্রয়ী কোন বীজ। হাফিজ মাহফুজের জীবনে এক উড়ে আসা বীজ। কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া মাহফুজ কাউকে কষ্টে ফেলতে পারে না। হাফিজের মনঃকষ্ট দূর করতেই বলে ওঠে,

—আপনে তো আমার বড় ভাইয়ের মোতন কাম করলেন। কিছু মুনে করমু কেরে?

হাফিজের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটি বলে বেশ অনেকদিন পর মনে তৃপ্তি অনুভব করে মাহফুজ। হাফিজের চোখ দুটো খলবল করে হেসে উঠেছে। এ হাসির দেখা পাওয়া সহজ নয়। জীবনের ওপর দিয়ে অবর্ণনীয় ঝড় বয়ে যাওয়ার পরও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয় মাহফুজের। বোকাটে হাসি নিয়ে মাহফুজের দিকে তাকিয়ে থাকে হাফিজ।

মাহফুজের কথার মর্মার্থ বের করতে বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। সহজবোধ্য করে দেয় মাহফুজ,

—আমি তো ভাই কামই খুঁজতাছিলাম।

মাহফুজের এ কথাটি পুরো সত্যি নয়, আবার মিথ্যেও নয়। আপাতত কিছুদিন বাউণ্ডুলে জীবন কাটানোর ইচ্ছে ছিল তার। কোনো কাজ না করে ঘুরে বেড়াবে গ্রামের পর গ্রাম। সঙ্গে থাকা চটের ব্যাগে যেটুকু সঞ্চয় আছে, তাতে তার অনেকদিন চলে যাবে। হাফিজকে নিরাশ করতে ইচ্ছে করেনি। সর্বোপরি একজন পরোপকারী মানুষের পাশে থাকতে পারা সৌভাগ্য বটে। মাহফুজের কথা শুনে হাফিজ নতুন বর্ষার পানিতে পুঁটি মাছের মতোই উজান ঠেলে লাফিয়ে ওঠে।

—ছোড ভাই, আমার উপরে ভরসা রাইখখো। আজকা থেইক্কাই তোমার কাম শুরু অইল। লও আমার লগে।

বলেই হাঁটা শুরু করে হাফিজ। দু কদম এগিয়ে ফিরে তাকায়। মাহফুজ গাছের শিকড় ছেড়ে ওঠার তোড়জোড় করছে। পিছিয়ে এসে মাহফুজের সামনে দাঁড়িয়ে গোপন সলাপরামর্শ করার মতো একটু ঝুঁকে আসে। ফিসফিস করে বলে,

—ছোড ভাই, আউজগা কামে লাগলে কিন্তুক মজুরি নাও দিতে পারে। তয় খাওন দিব, তুমি আবার কিছু মুনে কইর না।

হাফিজকে নির্ভরতার হাসি উপহার দিয়ে উঠে পড়ে মাহফুজ। বেদনার বালুচরে ফুল ফোটাতে পরিচর্যাই যথেষ্ট নয়। নতুন জীবনের গোড়াপত্তন হয় অপরিচিত একজনের সঙ্গী হয়ে। কাজ মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। হাফিজকে অনুসরণ করে মাঠের দিকে এগিয়ে চলে। বেশকিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গন্তব্যে। জমিতে নিড়ানিরত দিনমজুরদের সামনে উপস্থিত হয়। সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো করে হাফিজ হাত তালি দিয়ে সঙ্গীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফুর্তিবাজ লোকটিকে প্রায় সবাই পছন্দ করে। সবার সাথে জমির মালিক উঠে দাঁড়ায়। জমির মালিকের দিকে তাকিয়ে বলে,

—কাহা, একজন কামলা নিয়া আইলাম, কিছু মুনে নিয়েন না।

জমির মালিক হাফিজের স্বভাব বেশ ভালো করেই জানে। তার ওপর রাগ করার উপায় নেই।

—তোমার উফরে রাগ কইরা কোনো লাভ অইব কি?

প্রশ্নটা হাফিজকে করলেও মাহফুজের দিকে তাকিয়ে বলে,